।। সুলতা পিকচার্সের নিবেদন ।।
শ্রীশ্রী
নিত্যানন্দ প্রভু

সুলতা পিকচার্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অসীম পাল** প্রযোজনা : **দেবব্রত দত্ত** সুরসৃষ্টি : **রথীন্দ্রনাথ ঘোষ** (কীর্তন কলানিধি)

উপদেষ্টা : সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কহিনী সূত্র : পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী, সংলাপ : প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, অতিরিক্ত সংলাপ : শৈলেশ দে
গীতরচনা : স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী হইতে গৃহীত সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী, চিত্রগ্রহণ : অনিল ব্যানার্জ্জী
শিল্প নির্দ্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী, শব্দ গ্রহণ : নৃপেন পাল, ভুপেন ঘোষ (বহির্দৃশ্যে) কর্ম্মসচিব : জিতেন গল, বস্থাপনা : সুশীল মুখার্জ্জী, দৃশ্যপট : কবি দাশগুপ্ত
রূপসজ্জা : গোষ্ঠ দাস, ত্রিলোচন পাল ঐক্যতান : চলন্তিকা অর্কেষ্ট্রা প্রচার ও স্থিরচিত্রে : ক্যাপ্‌স ও ক্যাপ্‌স ফটোগ্রাফী

নাম ভূমিকায় : অনিল চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য ভূমিকায় : নবগোপাল লাহিড়ী, চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী সান্যাল, সন্ধ্যা রায়, শীলা পাল, তরুণ কুমার, রবীন ব্যানার্জ্জী, শিশির বটব্যাল, অপর্ণা দেবী, মায়া চক্রবর্ত্তী, রথীন ঘোষ, রাজা মুখার্জ্জী, সৌরীন ঘোষ, শৈলেন মুখার্জ্জী, জহর রায় (অতিথি), অজিত চ্যাটার্জি, সুশীল দাস, শৈলেশ দে, সুধীর দে, তরুণ বড়াল, সাধন সেনগুপ্ত ও আরো অনেকে।
[illegible], বেচুসিংহ, শিশির মিত্র

নাম-গানে : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কণ্ঠ-সঙ্গীত : মানব মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য, সনৎ সিংহ, সাগর সেন, শৈলেন মুখার্জ্জী, ইলা চক্রবর্ত্তী, নির্ম্মলা মিশ্র ও আরো অনেকে—

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : সত্য রায় ও অসীম রায় চৌধুরী চিত্রশিল্পে : মনীশ দাশগুপ্ত ও শঙ্কর গুহ সম্পাদনায় : প্রতুল রায় চৌধুরী শিল্প নির্দেশনায় : গুপী সেন, অনিল পাইন
দৃশ্যপটে : রবি দাশগুপ্ত সুরসৃষ্টিতে : শিবনাথ মুখার্জী, ধনগোপাল, প্রবোধ মুখোপাধ্যায় ব্যবস্থাপনায় : অনিল দে, যতিন দাস শব্দগ্রহণে : বলরাম বারুই

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :— খগেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ দে

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে, আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : স্ক্রীনশো প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

কাহিনী

নিত্যানন্দ আর শ্রীগৌরাঙ্গ ! ভক্ত আর ভগবান! বন্ধু আর সুহৃদ ! অগ্রজ আর কনিষ্ঠ ! এক ছাড়া অন্যে অসম্পূর্ণ ! তাই যুগ যুগ ধরে ভক্তজনের কণ্ঠে শোনা যায় একই সংগে দুজনের নাম—'ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ' ।

শৈশব পেরিয়ে কৈশোর তারপর যৌবন । একে একে বহু তীর্থ পর্যটন করার পরেও নিত্যনন্দের মনে সেই একই কথার গুঞ্জন—কোথায় সে ! কোথায় সেই অপরূপ ! কোথায় সেই পুরুষোত্তম ! জবাব মেলে নবদ্বীপে । অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে চোখের সামনে ধরা দেয় শ্রীগৌরাঙ্গ । নিত্যানন্দের সারা মনে অপরিসীম পরিতৃপ্তি । সংঘাত বাধে চেনা ও অচেনায় । জানা ও অজানায় । অবশেষে তার মীমাংসা হয় । ঠাকুরের মালা শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় পরিয়ে দিয়ে ভাবাবেগে সে বলে ওঠে—পেয়েছি ! পেয়েছি ! এই তো আমার প্রেমের ঠাকুর !

* * *

ভক্তবৃন্দ গেয়ে চলে— ভজ শ্রীকৃষ্ণ, কহ শ্রীকৃষ্ণ, লহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে—" ।

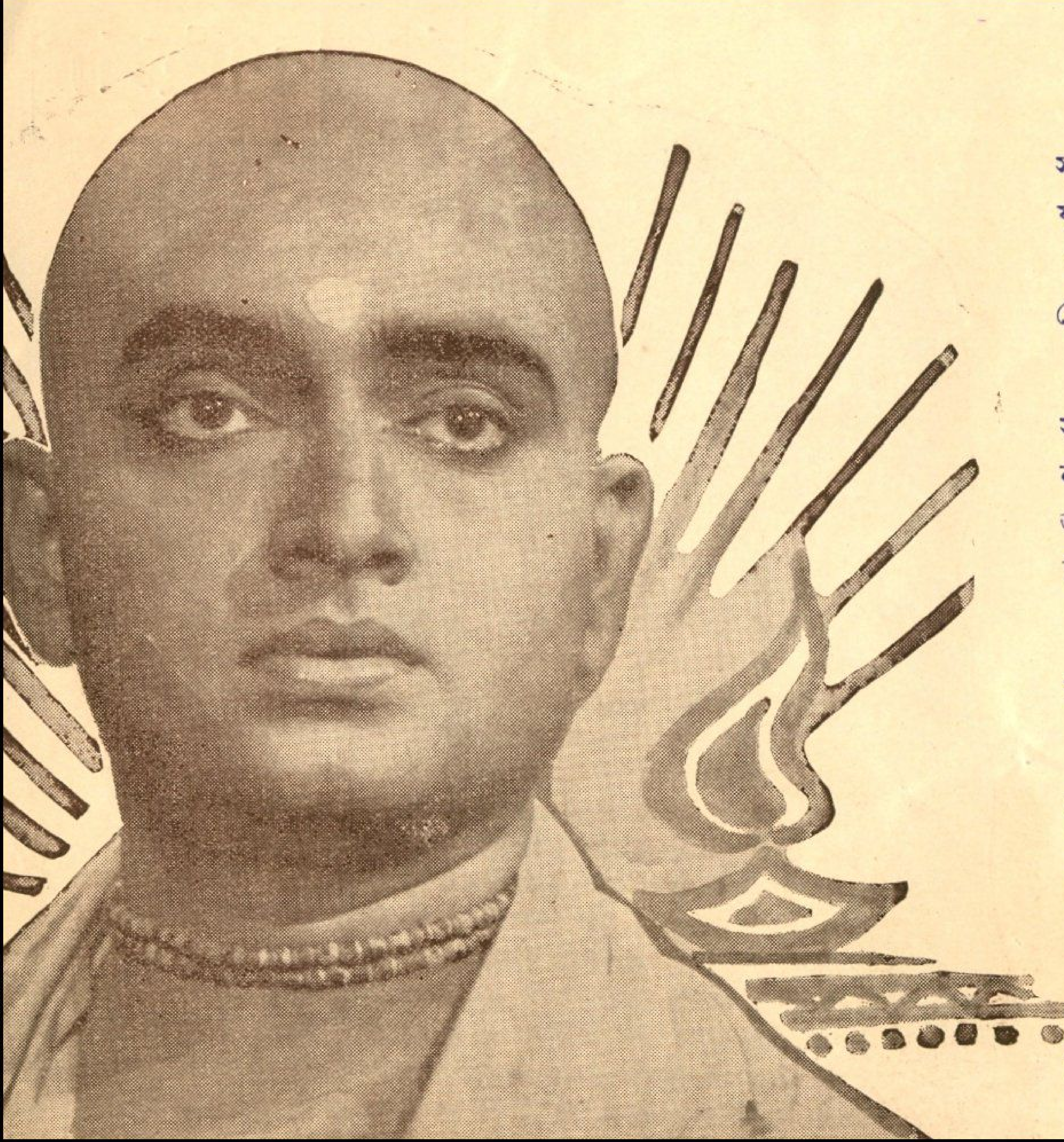

নিত্যানন্দ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। মনে আবার সেই সংঘাত—দেখা আর না দেখায়। পরক্ষণেই শোনা যায় তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ—"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে"। সে গান ছড়িয়ে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

পাষণ্ড জগাই মাধাইয়ের ভয়ে সারা নবদ্বীপ ভীত, সন্ত্রস্ত। নির্ভয়ে তাদের সামনে এগিয়ে যায় নিত্যানন্দ। মুখে তার নাম গান। আশ্চর্য্য! প্রহারে জর্জরিত হয়েও মুখের ক্ষমাসুন্দর হাসি তার এতটুকুও মিলায় না। অবশেষে জগাই মাধাইয়ের ভুল ভাঙে।

এবার দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা চাঁদ কাজী গর্জ্জে ওঠে—না না নবদ্বীপে হরিনাম করা চলবে না।

নিত্যানন্দ হেসে বলে—ও নাম কোনদিনও বন্ধ হবে না। বন্ধ হ'তে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত চাঁদ কাজীকেও নতি স্বীকার করতে হয়। সারা নবদ্বীপ জয়ধ্বনি করে ওঠে—জয় গৌর নিতাইয়ের জয়।

আচম্বিতে একদিন সারা নবদ্বীপ হাহাকার করে ওঠে। শ্রীগৌরাঙ্গ নেই। সন্ন্যাস গ্রহণ করে চিরদিনের মতই তিনি গৃহত্যাগ করে চলে গেছেন।

সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দৃঢ়পায়ে এগিয়ে চলে আপন লক্ষ্যের দিকে। পিছে পাগলের মত ছুটে চলে নিত্যানন্দ। মায়ের কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যেমন করে হোক্ তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। শান্তিপুরে আবার মাতা পুত্রে দেখা হয়।

শান্তিপুর থেকে শ্রীগৌরাঙ্গ এগিয়ে চলে নীলাচলের দিকে। সংগে যায় নিত্যানন্দ।

যথাসময়ে আবার দেখা হয়! নিত্যানন্দকে নিজের উত্তরাধিকারী করে মহাপ্রভু তাকে সংসারী হ'তে নির্দ্দেশ দেন। নিত্যানন্দ সে নির্দ্দেশ মাথা পেতে নেয়।

সাধক নিত্যানন্দ! বিচিত্র তাঁর রূপ। বিচিত্র তাঁর জীবনদর্শন। আঘাত আসে বুক পেতে দেয় নিত্যানন্দ। বাধা-বিপত্তি মাথা উঁচিয়ে আসে সবাইকে আড়াল করে—দাঁড়ায় নিত্যানন্দ। সংগঠন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, সমাজ সেবা—প্রতিটি কাজে সবার পুরোভাগে থেকে নিত্যানন্দ প্রচার করে চলে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মের। **প্রেমের ঠাকুরের প্রেম-প্রকাশ এই নিত্যানন্দ প্রভু!**

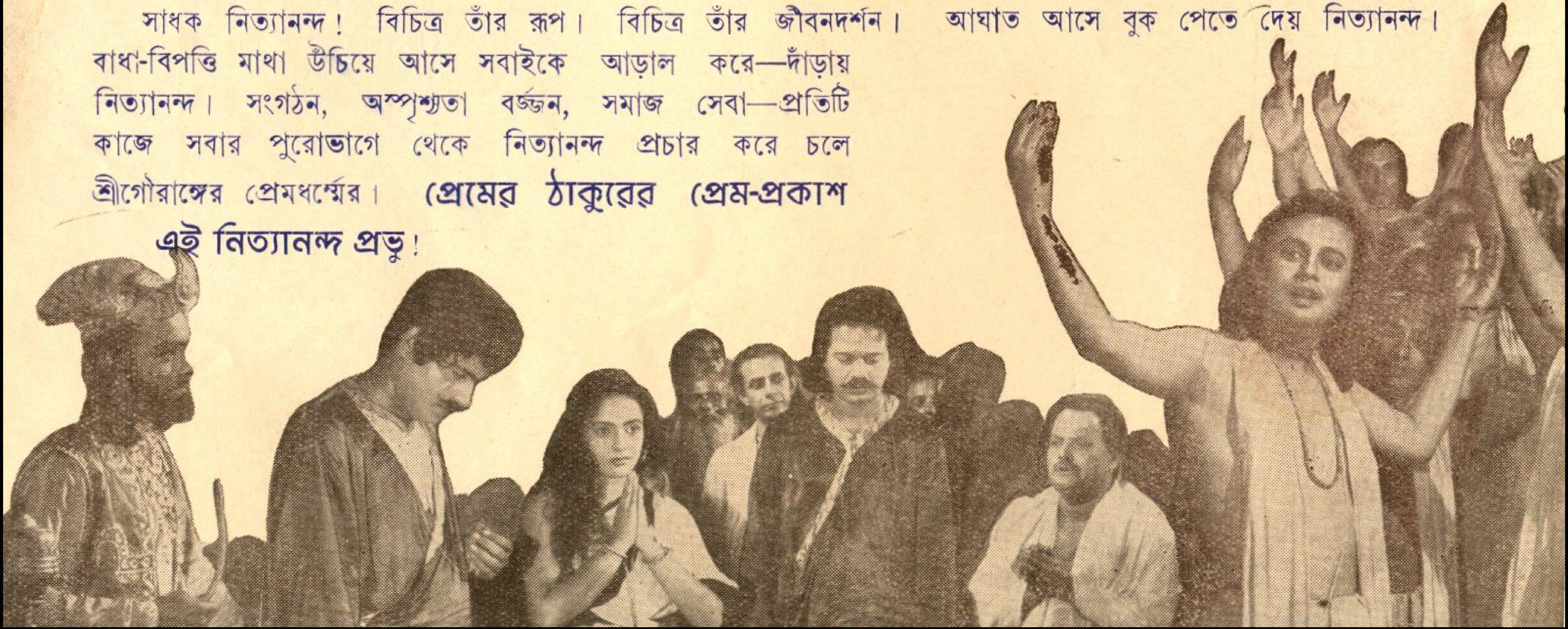

"সঙ্গীত"

(১)

জগজন তারণ কারণ ধাম
আনন্দ কন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রাম
ডগমগ লোচন কমল কিরাওয়ত
সহজে অথির গতি
দিঠি মতোয়ার
নিতাই চলে যেতে ঢলে পড়ে
দিঠি মতোয়ার
গোরা প্রেম ভরে, দয়াল নিতাই
গোরা প্রেম ভরে চলে যেতে ঢলে পড়ে
দিঠি মতোয়ার
ভাইয়া অভিরাম বলি
ঘন ঘন গরজই
গোরা প্রেম ভরে চলই না পারে
মত্ত নিতাই চলেছে হেলতে দুলতে
মুখে হরি হরি বোলে, নেচে নেচে
বাহু তুলে
ভাইয়া অভিরাম বলি
ঘন ঘন গরজই
গোরা প্রেম ভরে চলই না পারে।

গোবিন্দ দাস

(২)

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংস দানব ঘাতন
জয় পদ্মলোচন নন্দ নন্দন কুঞ্জ কানন রঞ্জন
ধরায় অবতীর্ণ
গোলকপতি স্বয়ং হরি ধরায় অবতীর্ণ
কলিজীবের দশা দেখে
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ
কী আনন্দেতে
হরি হরি হরি ধ্বনি
ভরিল ভুবন কী আনন্দেতে
গগনের চাঁদে হেরি রাহু কবলিত
ব্রজচন্দ্র নবদ্বীপে হইল উদিত
উদয় হয়েছে
হরিবোল বলরে
কলিতিমির দূরে গেল
হরি বোল বলরে
হরি বোল হরি বোল কলিতিমির
দূরে গেল
হরিবোল বলরে।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(৩)

একোঽহং বহু স্যাম দিবস রজনী
আলোড়িয়া মহাকাশ ওঠে কোন ধ্বনি
বহু মিলিতেছে একে অসীমের পথে
অচিন্তিত ভেদাভেদ অখিল জগতে
তুমি এক তব লাগি বহুরূপে আমি
আশাপথ পানে চেয়ে আছি দিবাযামি
আমি এক বহুরূপে আমার লাগিয়া
তুমি ফিরিতেছে পথে মিলন মাগিয়া
তুমি এসে ধরা দিলে আমার মাঝারে
অন্তরে বরণ করি লইনু তোমারে।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(৪)

ধীর সমীরে যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী
রতি সুখসারে গতমভিসারে
মদন মনোহর বেশম্
ন কুরু নিতম্বিনী গমনে বিলম্বন
মনুসরত্তম হৃদয়েশম্
নাম সমেতং কৃতসঙ্কেতং
বাদয়তে মৃদু বেণুম্
বহুমনু তে তনু তেতনু সঙ্গত
পবন চলিতমপি রেণুম্ ॥

জয়দেব পদাবলী

(৫)

কোথা গয়া কোথা কাশী
বৃথা যাই বৃথা আসি
কোথা কৃষ্ণ জীবন আমার
তোমার বিরহ বিষে জ্বলি ফিরি দিশে দিশে
দরশন দেহ একবার
তোমার অদর্শনের জ্বালায় জ্বলি
কোথা কৃষ্ণ বনমালী
তোমার সনে চাই মিতালী
ভকতির নাহি লেশ
বৃথা ভ্রমিলাম দেশ
গিরিনদি গহন কানন
কুসুমিত কুঞ্জবন
দেখা দাও কোথা বনমালী
কোথা গিরিধারী
দেখা দাও
তবুও না দিলে দরশন
কোথা কৃষ্ণ আমার জীবন।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

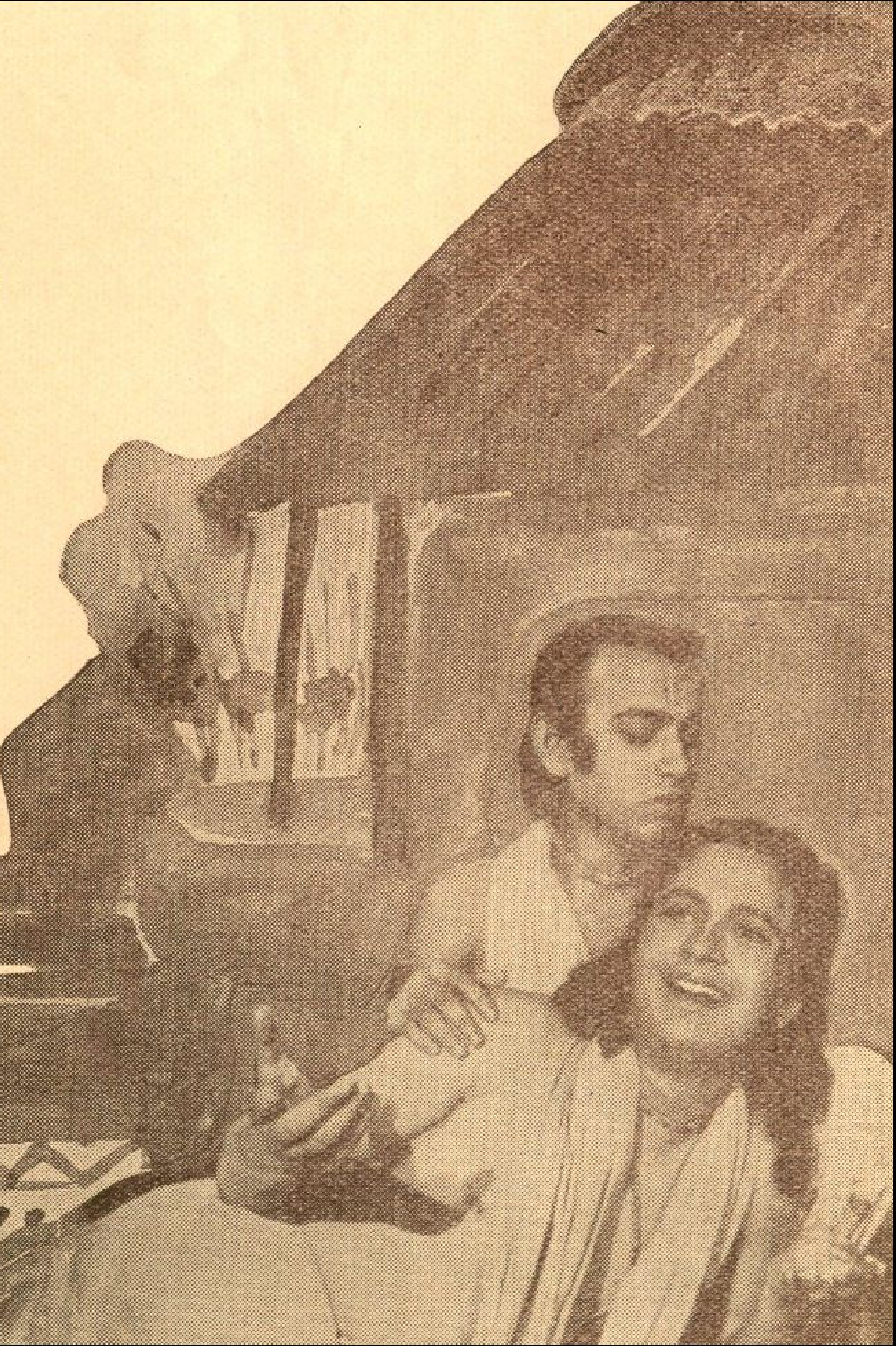

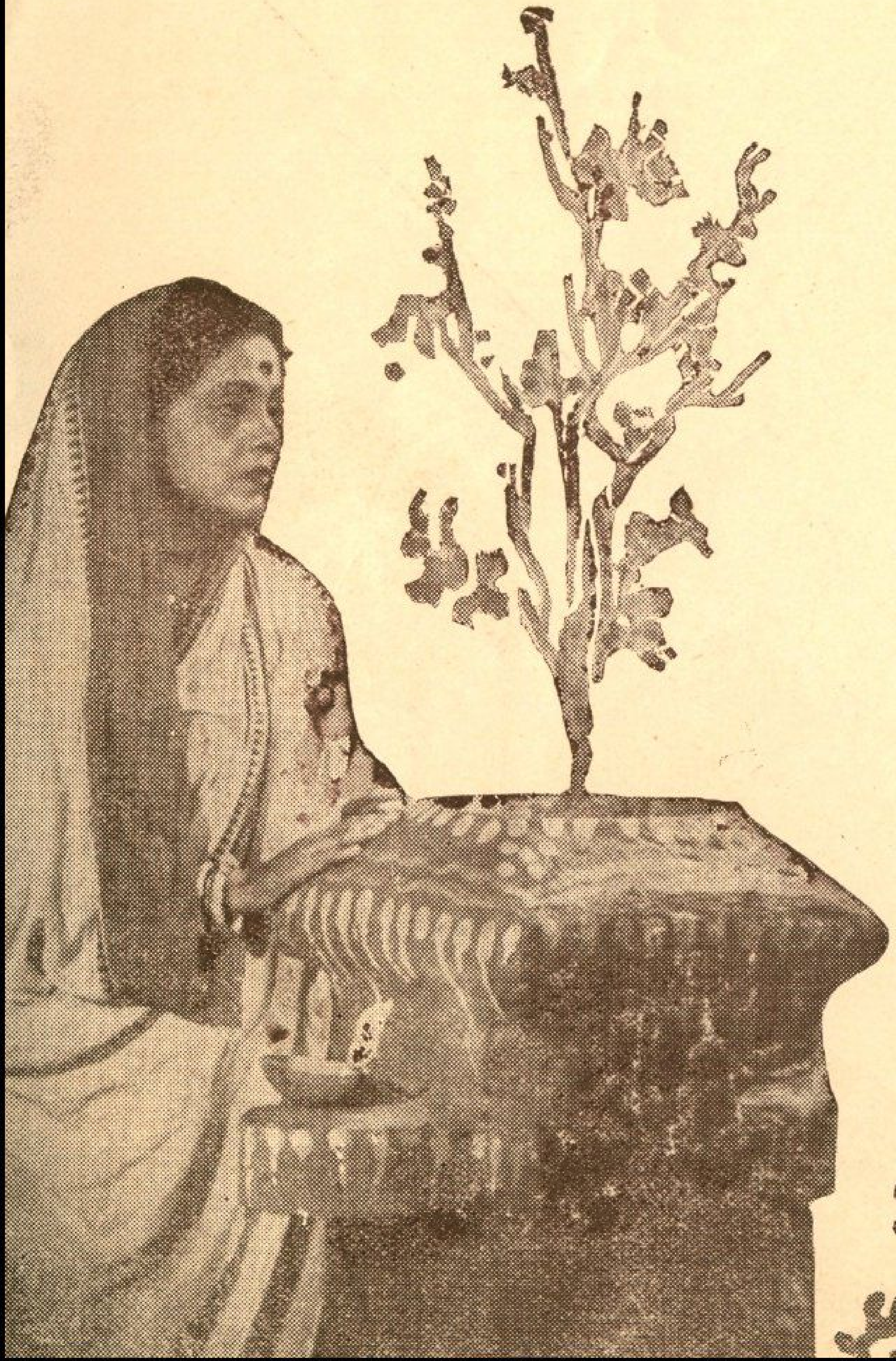

(৬)

কি শুনালে এতদিনে
এ ধরতে গুরুবিনে
আপন স্বজন, স্বজন কেহ নাই
অধরাকে ধরে দিতে কেবা পারে অবনীতে
গুরু কৃপায় কৃষ্ণপদ পাই হে
কে মিলাইবে, কেবা চিনাইবে
গুরু কৃপায় কৃষ্ণপদ পাই হে।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(৭)

বাঁশীতে ডাকিছে তোরা শোন শ্যামরায়
অভিসার অভিলাষে পুলকিত তনুমন
তোরা শোন
তার কাছে আমায় যেতে দে
ওরে তোরা করিসনে বারণ
বট অশ্বথ বলরে আমায়
তোরা আছিস সবার মাথায়
দেখিতে কি পাসরে তারে
বঁধু মোর আছে কোথায়
যেতে হবে কত দূরে আর
কত লীলা ভুবন জুড়ে তাঁর
কবে পাবো সে শ্যাম শরণ।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(৮)

জয় রাধে শ্রীরাধে শ্যামকণ্ঠ
হেমমণি রাধে
বৃষভানু নন্দিনী রমনী শিরোমণি
কানুমন মোহিনী রাধে
মহাভাব স্বরূপিনী মাধুর্য্য কাদম্বিনী
শ্যাম হৃদি বিহারিনী রাধে
হরিভক্তি প্রদায়িনী জয় জগবন্দিনী
রাস বিলাসিনী রাধে জয়রাধে
কে যায় কে যায় নদীয়ার পথে
কে যায় গো কে যায়
সুরধুনির কুলে মুখে রাধা বোলে
দু বাহু তুলে নেচে যায় গো, কে যায়
ওর যে কাঁচা সোনার বরণ
চাঁদের কিরণ মাখা গায়ে
কালো বরণ আড়াল করি
উহার আগে মরি মরি
সোনার পুতুল নাচছে ফিরে এ কোন
নতুন ভঙ্গিমায়
আমার মনে হয় কত চেনা চেনা
উহার গৌর বরণ দেখে চিনতে নারি
এখন স্বভাবেতে বুঝলাম হরি
তবু মনে হয় কত চেনা চেনা
তুই মোর ভাইয়ারে কানাই [চিনেছি]
শিরেতে মোহনচূড়া পরিধানে পীতধড়া
ও রূপের বলিহারী যাই
দেখি বনমালা বিরাজে
পরিসর বক্ষমাঝে

ব্রজের রাখাল সাজে
বনমালা বিরাজে
তুই মোর ভাইয়ারে কানাই
তুমি আমার সে দাদা বলাই
ও দাদা বলাই তোমায় চিনেছি যে ভাই
তুমি কৃষ্ণ প্রেমে ডগমগ রয়েছ সদাই
করেতে মোহন বাঁশী অধরে মধুর হাঁসি
তোর বাঁকা হাঁসি কোথায় লুকাইবি ভাই
বাঁশী হাসিতে মিশেছে
কত সুধা ঝরিছে
উদাসী করেছে সুধা বরষিতে
বাঁশী হাঁসিতে মিশেছে
নাম হলধর ধরণীধর শোভার বালাই যাই
তুমি জীব তরাতে করুণাতে হলে যে নিতাই
তুই যে আমার ভাই কানাই
তুমি আমার দাদা বলাই
আজ মিলেছে গৌর নিতাই
নদে হ'ল ব্রজরে ভাই

রথীন ঘোষ

(৯)

কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হ'য়ে এক মন
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণারাম
নামে নামী মিলাইবে বল কৃষ্ণ নাম
বল কৃষ্ণ প্রাণারাম

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্

(১০)

বাঁকা ভুরু হানে ফুলবান
জ্বালাময় বিষে ভরে প্রাণ
যারে হায় আলো ভাবে মন
সে যে আলেয়ারই মায়া প্রলোভন
যে জানে সে বোঝে শুধু
পিরীতেরই কি যে টান

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(১১)

ভজ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণের
নাম রে
যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে হয় আমার
প্রাণ রে
ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের
নাম রে
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার
প্রাণ রে

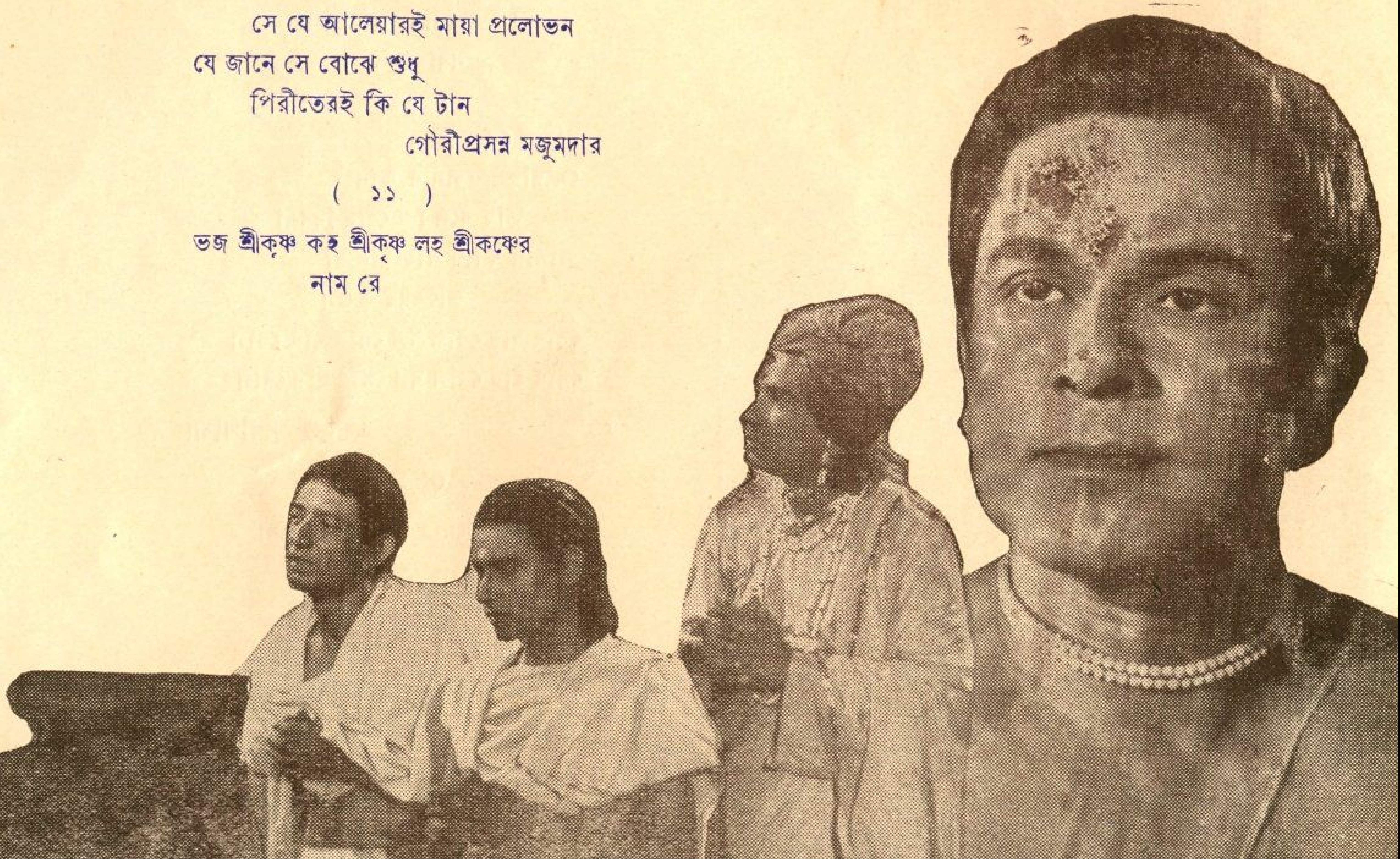

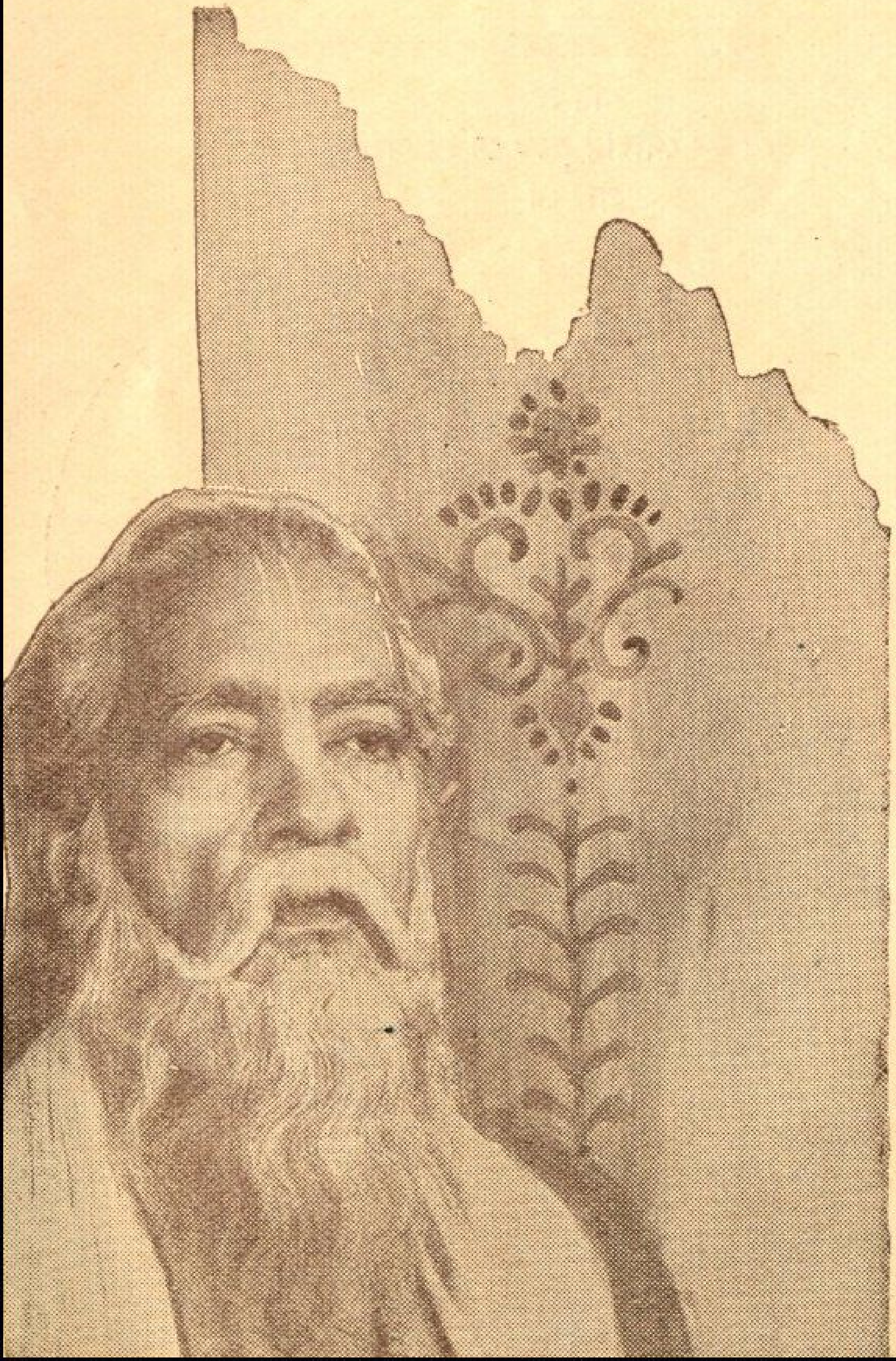

ভজ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণের
নাম রে
ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের
নাম রে

(১২)

বলরে মাধাই বল
এই হরিনাম পাপীতাপীর
সবারই সম্বল

*　　*　　*

মাধাই রে
মেরেছিস কলসীর কানা
তাই বলে কি প্রেম দিবনা
আমার কাছে নাই ধনি দীন
জাতেরই কুণ্ডল
গৌর হরি বোল বল গৌর হরি বোল
গৌর হরি বোল বল গৌর হরি বোল

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১৩)

হরি হরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো
একবার বলরে
হরে মুরারে
শ্রীরাধা গোবিন্দ রাম একবার বলরে
রাধে গোবিন্দ
শ্রীরাধা গোবিন্দরাম তাপিতেরও প্রাণারাম
শ্রীরাধা গোবিন্দরাম একবার বলরে
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন
গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন
এযে ভুবন মঙ্গল হরিনাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম
মণি মানিকে যে হয় না দাম
বল নাম অবিরাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বল নাম অবিরাম

(১৪)

ব্যাথা যদি দাও হে প্রভু
সহিতে দিও বেদনা
যদি করুণ চরণ জড়ায়ে ধরিহে
এড়ায়ে এড়ায়ে যেওনা
অভাগিনীর সম্বল, রাঙা চরণ কমল
আমি সার করেছি রাঙা চরণ কমল
যে কথা ভুলিতে চাহি বারে বারে
ভুলিতে যে পারিনা
ওগো ব্যথাহারী, হে গিরিধারী
করুণ নয়ন বুলায়ে ভুলায়ো
যেন ভুলনা
অন্তর মথি উঠেছে যে বাণী
ফেটে গেছে হিয়া তবুও ফোটেনি
ব্যথা ক্ষত রাঙা হৃদি শতদলে
দলিয়া তুমি কি যাবেনা

স্বামী সত্যানন্দ

(১৫)

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল
সুস্বাগতম্ আমার প্রিয় ধনে ঘরে পেলাম
এসো আমার ঘরে এসো, সুস্বাগতম্
নির্ধন বলিয়া পিয়ার না কইনু যতন
অব হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন
অঞ্চল ভরিয়া যদি মহানিধি পাউঁ
তব হম দূরদেশে পিয়া না পাঠাউঁ
ছেড়ে দিব নাহে, আর তো ছেড়ে দিব নাহে
হারান রতন পেলাম ফিরে
হিয়ার মাঝে রাখব ধরে
হারান রতন পেলাম ফিরে
আর তো ছেড়ে দিব না হে

(১৬)

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়
অভিমান শূন্য নিতাই দ্বারে দ্বারে যায়
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি
আমারে কিনিয়া লহ—বল গৌর হরি
আমি তার কাছে বিকাব
যার মুখে গৌর নাম শুনিব
আমি তার হব, যার মুখে গৌর
নাম শুনিব তার কাছে বিকাব
গৌর আমার জাতিকুল
গৌর জীবন ধন
তার কাছে ভেদ নাই ভাই
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ
দাঁড়ালেই হ'লরে
গৌর তোমার হলাম বলে
হরি বলে বাহু তুলে
দাঁড়ালেই হ'ল রে

(১৭)

নীলাচল ধামে রথোপরি জগন্নাথ রায়
বলরাম সুভদ্রা সনে মহানন্দে যায়
রথো বেড়ি সারা সম্প্রদায়
গৌরহরি নামেতে মাতায়।

রথীন ঘোষ

(১৮)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম
শ্রীরাধে গোবিন্দ

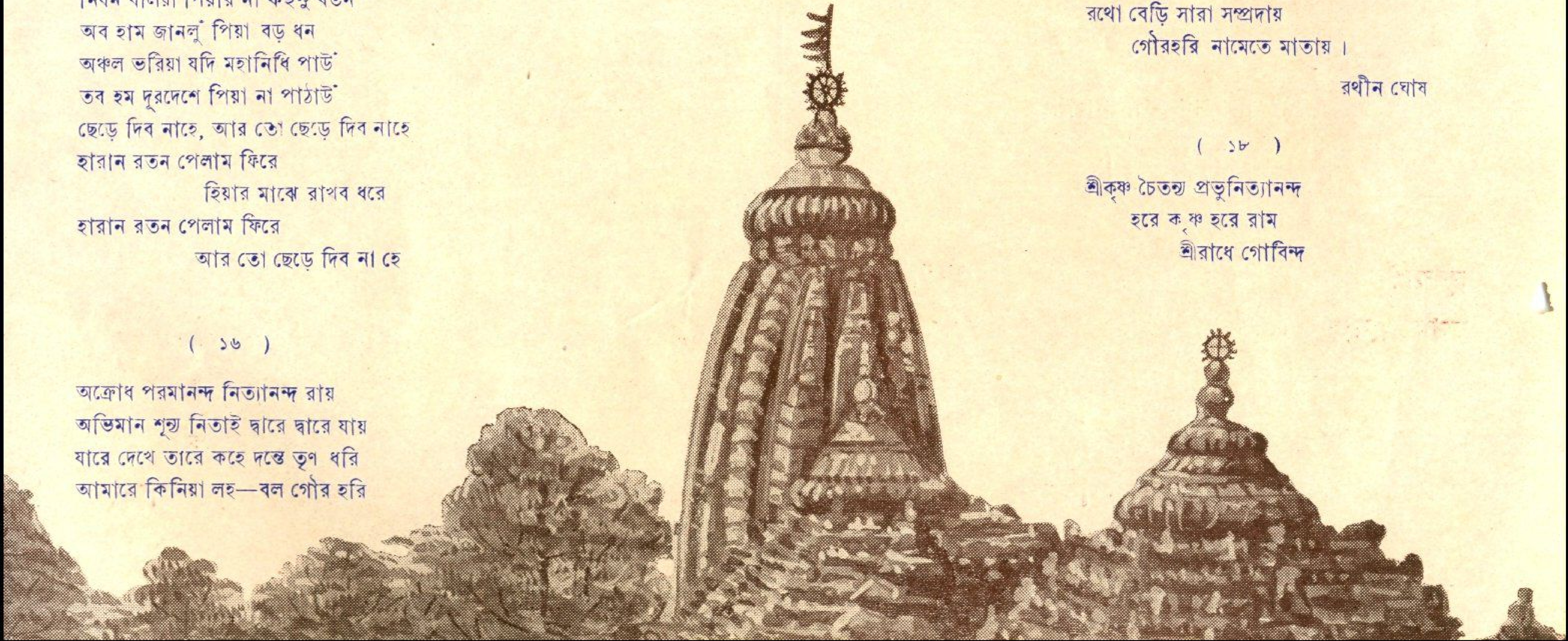

সুলতা পিক্‌চার্সের

দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ—

"অভিমন্যু বধ"

চিত্রনাট্য-পরিচালনা

অসীম পাল

সুরসৃষ্টি

রথীন ঘোষ

প্রযোজনা

দেবব্রত দত্ত

চিত্রগ্রহণ

অনিল ব্যানার্জ্জি

এ. এম. আর প্রোডাকসন্সের

যুগধর্ম্মী সামাজিক চিত্র—

অগ্নিরূপা

চিত্রনাট্য-পরিচালনা

অসীম পাল

সুরসৃষ্টি

রথীন ঘোষ

প্রযোজনা

রঘু গুপ্ত

ও

অবনী মুখোপাধ্যায়

মূল্য ১৬ নয়া পয়সা

স্ক্রীনশো প্রাইভেট লিঃ পক্ষ হইতে ক্যাপস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।